সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ

[বাংলা]

أشجع الناس على مر التاريخ

[اللغة البنغالية]

লেখক : আবুল কালাম আযাদ আনোয়ার

تأليف : أبو الكلام أزاد أنور

সম্পাদনা : নোমান বিন আবুল বাশার

مراجعة : نعمان بن أبو البشر

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1430 – 2009

islamhouse.com

সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ

বীরত্ব মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান সম্পদ। এটি চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের মজবুত ভিত্তি। দৃঢ়তা, সত্যবাদিতা, সৎ স্বভাব এ গুণগুলো বীবরত্বের মাধ্যমেই বিকশিত হয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সারা টি জীবন হাজারো মুসিবত, সঙ্কট, বহু সংঘাত ও যুদ্ধ বিগ্রহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু কখনও তিনি সামান্য সময়ের জন্যও বিচলিত হননি। তাইতো দেখা যায় বদর প্রান্তরে ৩১৩ (তিনশত তের) জন মুসলিম সৈন্য তুমুল লড়াইয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত নবুয়্যতি আশ্রয়ে এসেই প্রশান্তি লাভ করেছিল।

হুনাইন যুদ্ধে শত্রুসেনাদের তীর যখন বারিধারার মত বর্ষিত হচ্ছিল, তখন অনেক মুসলিম সেনা রণভূমি ছেড়ে পিছনে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তিনি? তিনি ছিলেন যুদ্ধের ময়দানে দৃপ্তপদে অনড় ও অবিচল। তাঁর সাথে ছিল অল্প কয়েকজন অনুগত সাহাবি। তখন তিনিই ছিলেন দুশমনদের একমাত্র নিশানা। এতদসত্বেও স্বীয় কদম এতটুকুও নড়েনি। বিখ্যাত সাহাবি বারা রা. কে জিজ্ঞেস করা হল আপনারা কি হুনাইনের যুদ্ধে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু একটুও নড়েননি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, ভীষণ যুদ্ধের সময় আমরা তাঁর কাছেই আশ্রয় গ্রহন করেছিলাম। সেদিন তাঁর সাথে যারা ময়দানে টিকে ছিলেন, তারাই বীর পুরুষ হিসেবে আখ্যা পেয়েছিলেন। (মুসলিম)

নবীজীবন নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, দাওয়াতি ময়দানে তিনি সম্ভাব্য সকল প্রকার কষ্ট ভোগ করেছেন। এতদসত্বেও শত্রুর সম্মুখে তিনি ছিলেন মহাবীর, আর মহা সঙ্কট ও বিপদে ছিলেন বড় ধৈর্যশীল, বদান্যতা ও উদারতায় ছিলেন বীরত্বের পরিচায়ক।

ভয় ও কাপুরষতার কারণে অনেক মানুষ সংকুচিত হয়ে যায়, সামনে অগ্রসর হতে পরেনা। রাসূল সা. ছিলেন দানশীলতায় অগ্রগণ্য। তাইতো দেখি তিনি ইন্তেকালের সময় উল্লেখযোগ্য কিছুই রেখে যেতে পারেননি।

যারা আম্বিয়া ও মহা মনীষীদের পথে চলা শুরু করেছে, নিশ্চয়ই তাদেরকে বীরত্বের পরিচয় দিতে হয়েছে। কেননা কঠিন বীর পুরুষ ছাড়া এ পথে টিকে থাকা দুস্কর। আর যাদেরকে সামান্য কষ্ট, ধমক, অথবা কারাগারের ভয় দেখানো হলে তাদের আত্মা টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তারা এক মুহূর্তও এ পথে অবিচল থাকতে পারে না।

বীরত্ব মানুষের মৃত্যুকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আনতে পারেনা। অনুরূপ কাপুরুষতা মৃত্যুকে পিছাতেও পারেনা।

বীরত্বের প্রকার অনেক। যেমনিভাবে যুদ্ধের ময়দানে বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তেমনিভাবে অন্যান্য মানুষ হকের বিরোধিতা সত্বেও তা আঁকড়িয়ে ধরা কিন্তু কম বীরত্বের কথা নয়। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বড় বাহাদুর। যখন তাঁর নিকটাত্মীয়রা হকের বিরোধিতা করেছে তখন তিনি বিন্দুমাত্র পিছপা হননি। শুধু তাই নয়, নেতৃস্থানীয় লোকেরা পর্যন্ত তাঁর বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন অটল অনড়। আমরা কি তাঁর মত বীরত্বের পরিচয় দিতে পারব? এমন একজন মানুষ খুঁজে পাওয়া খুবই দুস্কর যে তার স্বজাতি ও উস্তাদগণ বিরোধিতা করা সত্বেও দুর্বার গতিতে হকের অনুস্মরণ করে যাবে।

অনেক লোক মনে মনে হক বুঝে ঠিকই। এমনকি প্রকাশ্যে ঘোষণাও করে। কিন্তু তা অনুস্মরণ করার মত হিম্মত তার হয়না। নবীজীর চাচা আবু তালেবের ইতিহাস বেশি দূরে নয়। সে যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট গিয়ে বললেন - চাচাজান, আপনি শুধু একবার বলেন - لا إله إلا الله - আমি আপনার জন্য এর মাধ্যমে সুপারিশ করব। তখন সে একটি কবিতা পাঠ করেছিল -

ولقد علمت أن دين محمد*

من خير أديان البرية ديناً،

لولا الملامة أو حذار مسبة*

لوجدتني سمحاً بذاك مبيناً.

"আমি ভাল করেই জানি মুহাম্মদের ধর্ম সকল ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ। তিরস্কার কিংবা গালি দেয়ার ভয় না থাকলে তুমি আমাকে অম্লান বদনে প্রকাশ্যে তার অনুস্মরণকারী হিসেবে পেতে।"
বুঝা গেল মনে মনে আবু তালেব ইসলাম বুঝেছিল ঠিকই। কিন্তু তা তাকে কোন উপকার করতে পারেনি।
আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব অন্তরে গেঁথে নেয়ার মত বীরত্ব আর কিছু নেই। আল্লাহর ভয়, মহত্ব ও বড়ত্ব সর্বদা অন্তরে পোষণ করলে সমগ্র সৃষ্টি ছোট হয়ে আসে এবং আল্লাহর জন্য বিনম্রতা তখন মাখলুকের সামনে সম্মান দান করে। আর আল্লাহর ভয় মানুষের নিকট শক্তির যোগান দেয়। এ কারণে যুগে যুগে বীর পুরুষরাই কেবল সমাজ সংস্কারক হতে পেরেছে। এ আদর্শে সর্বযুগে সবার উপরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই তো দেখা যায় হিজরতের সময় এক চরম মুসিবতে পরিপূর্ণ বীরত্বের সাথে তিনি বলেছিলেন -

يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما.

হে আবু বকর, যে দুইজনের সাথে তৃতীয়জন স্বয়ং আল্লাহ, তাদের সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? না, তারা কখনও বিপদে থাকতে পারেনা। অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করবেন।
পরিশেষে আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা, হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে বীরত্বের ব্যাপারে নবীজীবনের অনুস্মরণ করা তওফিক দান করুন। আমীন।